গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০১০.২৪.৭৪ | তারিখ : ১৭ চৈত্র ১৪৩০ / ৩১ মার্চ ২০২৪

প্রাপকঃ চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয় : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ২০২৪-২৫ মৌসুমে তুলা ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে ৯৯০.০০ লক্ষ (নয় কোটি নব্বই লক্ষ) টাকা অর্থছাড়করণ ও অগ্রিম উত্তোলণের সরকারি মঞ্জুরি আদেশ।

সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের পুন:উপযোজন সংক্রান্ত জি.ও নং ১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০১০.২৪.৭৩, তারিখ: ৩১ মার্চ ২০২৪ খ্রি.

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকমূলে পুন:উপযোজনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেটের 'কোড-১২০০০৬৫০৫ কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা' খাতের বরাদ্দকৃত ৬০০০০.০০ লক্ষ (ছয়শত কোটি) টাকার মধ্যে উপখাতে ২য় পুন:উপযোজনের পর সংশোধিত বরাদ্দ 'কোড-৩২৫১১০৯ বীজ ও চারা' উপখাতে ৩৫৩১৬.০০৫ লক্ষ (তিনশত তেপান্ন কোটি ষোল লক্ষ পাঁচশত) টাকা হতে ৩১৬.৮০ লক্ষ (তিন কোটি ষোল লক্ষ আশি হাজার) টাকা; 'কোড-৩২৫১১০৫ সার' উপখাতে বরাদ্দকৃত ১৭৬৮৩.৯৯৫ লক্ষ (একশত ছিয়াত্তর কোটি তিরাশি লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশত) টাকা হতে ৩০৯.৩৭৫ লক্ষ (তিন কোটি নয় লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা; 'কোড-৩৬৩১১৯৯ অন্যান্য অনুদান' উপখাতে বরাদ্দকৃত ৭০০০.০০ লক্ষ (সত্তর কোটি) টাকা হতে ৩৬৩.৮২৫ লক্ষ (তিন কোটি তেষট্টি লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশত) টাকা সর্বমোট ৯৯০.০০ লক্ষ (নয় কোটি নব্বই লক্ষ) টাকা ২০২৪-২৫ মৌসুমে তুলা ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিনামূল্যে বীজ, সার ও বালাইনাশক কৃষকদের মাঝে বিতরণের জন্য ০৩ নং অনুচ্ছেদে জেলাওয়ারি বিভাজন, ০৪ নং অনুচ্ছেদে সংযুক্ত 'বাস্তবায়ন পদ্ধতি' এবং ০৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তাবলি ও প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধানের আলোকে ব্যয় করার জন্য ২৩ জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ৩ পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির এর অনুকূলে এতদ্বারা অর্থছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি মঞ্জুরি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হল।

০২। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২০২৪-২৫ মৌসুমে তুলা চাষের মাধ্যমে তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জন প্রতি/বিঘা প্রতি (মোট ১২৩৭৫ জন/বিঘা) উপকরণ বা আর্থিক সহায়তার বিবরণ:

উপকরণ	হাইব্রিড তুলা বীজ (কেজি)	ইউরিয়া (কেজি)	ডিএপি (কেজি)	এমওপি (কেজি)	বালাইনাশক (এমএল)			বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক (এমএল)	পরিবহন ব্যয়	আনুষঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	মোট ব্যয় (টাকা)
					ডাইফেনথিউরান	স্পেনোসেড/ ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল+ থায়ামেথোক্সাম	ছত্রাকনাশক	ম্যাপাকুয়েট ক্লোরাইড			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
বিঘা প্রতি উপকরণ সহায়তা	০.৮০	২৬.০০	৫০.০০	৫০.০০	৩০০ এমএল	১৫০ এমএল	১৫০ এমএল	৩০০ এমএল	১২৬.৮০ কে.	১২৬.৮০ কে.	--
উপকরণের একক মূল্য (টাকা)	৩২০০.০০	২৫.০০	১৯.০০	১৮.০০	৩২০.০০/ ১০০ এমএল	৩২০.০০/৫০ এমএল	থোক-	১১০.০০/১০০ এমএল	১.৫০	১.০০	--
বিঘা প্রতি সহায়তা (টাকা)	২৫৬০.০০	৬৫০.০০	৯৫০.০০	৯০০.০০	৯৬০.০০	৯৬০.০০	৩৭৩.০০	৩৩০.০০	১৯০.২০	১২৬.৮০	৮০০০.০০

এক নজরে প্রণোদনা কর্মসূচি/২০২৩-২৪

ক্র. নং	ফসলের নাম	কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা) (বিঘা)	উপকারভোগী চাষীর সংখ্যা (জন)	উপকরণের পরিমাণ							
				বীজ (কেজি)	রাসায়নিক সার (কেজি)			বালাইনাশক (লিটার)			বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক (লিটার)
				হাইব্রিড তুলা বীজ	ইউরিয়া	ডিএপি	এমওপি	ডাইফেনথিউরান	স্পেনোসেড/ ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল+ থায়ামেথোক্সাম	ছত্রাকনাশক	ম্যাপাকুয়েট ক্লোরাইড
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	তুলা	১২৩৭৫	১২৩৭৫	৯৯০০.০০	৩২১৭৫০.০০	৬১৮৭৫০.০০	৬১৮৭৫০.০০	৩৭১৩.০০	১৮৫৬.২৫	১৮৫৬.২৫	৩৭১২.৫০

ক্র. নং	ফসল	কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা) (বিঘা)	উপকরণের ব্যয় (লক্ষ টাকা)										
			বীজ	রাসায়নিক সার			বালাইনাশক			বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক	পরিবহন ব্যয়	আনুষঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	মোট ব্যয়
			হাইব্রিড তুলা বীজ	ইউরিয়া	ডিএপি	এমওপি	ডাইফেনথিউরান	স্পেনোসেড/ ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল+ থায়ামেথোক্সাম	ছত্রাকনাশক	ম্যাপাকুয়েট ক্লোরাইড			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	তুলা	১২৩৭৫	৩১৬.৮০	৮০.৪৪	১১৭.৫৬	১১১.৩৮	১১৮.৮০	১১৮.৮০	৪৬.১৬	৪০.৮৪	২৩.৫৪	১৫.৬৯	৯৯০.০০

।   ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২০২৪-২৫ মৌসুমে তুলা চাষের মাধ্যমে তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বীজ, রাসায়নিক সার, বালাইনাশক ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক বিতরণ সহায়তা প্রদান কর্মসূচির জেলাভিত্তিক উপকারভোগী কৃষক ও অর্থ বিভাজন:

নং	জেলার নাম	কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা (জন/ বিঘা)	মোট উপকরণ সহায়তার পরিমাণ (মেঃ টন/লিটার): বীজ (মেঃ টন) হাইব্রিড তুলা বীজ	রাসায়নিক সার (মেঃ টন): ইউরিয়া	রাসায়নিক সার: ডিএপি	রাসায়নিক সার: এমওপি	রাসায়নিক সার: উপ মোট (সার)	বালাইনাশক (লিটার): ডাইফেন থিউ রান	বালাইনাশক: স্পেনোসেড / ক্লোরান্ট্রা নিলিপ্রোল + থায়ামে থোক্সাম	বালাইনাশক: ছত্রাকনাশক	বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক (লিটার): ম্যাপা কুয়েট ক্লোরাইড	উপ মোট	উপকরণের ব্যয় (লক্ষ) টাকা: "৩২৫১১০৯ - বীজ ও চারা" হাইব্রিড তুলা বীজ	"৩২৫১১০৫ – সার": ইউরিয়া	সার: ডিএপি	সার: এমওপি	সার: উপ মোট (সার)	"৩৬৩১১৯৯ – অন্যান্য অনুদান": কীটনাশক: ডাইফে নথিউরান	কীটনাশক: স্পেনোসেড / ক্লোরা স্ট্রা নিলি প্রোল +থায়া মেথোক্সাম	কীটনাশক: ছত্রা কনা শক	ম্যাপাকু য়েট ক্লোরাইড	অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়: পরিবহন ব্যয়	অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়: আনুষঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	উপমোট (অন্যান্য ব্যয়)	মোট বরাদ্দ
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
	যশোর	১৩০০	১.০৪	৩৩.৮০	৬৫.০০	৬৫.০০	১৬৩.৮০	৩৯০.০০	১৯৫.০০	১৯৫.০০	৩৯০.০০	১১৭০.০০	৩৩.২৮	৮.৪৫০	১২.৩৫০	১১.৭০	৩২.৫০	১২.৪৮	১২.৪৮০	৪.৮৪৯০	৪.২৯০	২.৪৭২৬	১.৬৪৮৪	৩৮.২২	১০৪.০
	ঝিনাইদহ	১৫০০	১.২০	৩৯.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	১৮৯.০০	৪৫০.০০	২২৫.০০	২২৫.০০	৪৫০.০০	১৩৫০.০০	৩৮.৪০	৯.৭৫০	১৪.২৫০	১৩.৫০	৩৭.৫০	১৪.৪০	১৪.৪০০	৫.৫৯৫০	৪.৯৫০	২.৮৫৩০	১.৯০২০	৪৪.১০০	১২০.০০
	মগুরা	৪০০	০.৩২	১০.৪০	২০.০০	২০.০০	৫০.৪০	১২০.০০	৬০.০০	৬০.০০	১২০.০০	৩৬০.০০	১০.২৪	২.৬০০	৩.৮০০০	৩.৬০০	১০.০০০	৩.৮৪০	৩.৮৪০	১.৪৯২০	১.৩২০	০.৭৬০৮	০.৫০৭২	১১.৭৬০	৩২.০০
	চুয়াডাঙ্গা	১৬৯০	১.৩৫২	৪৩.৯৪	৮৪.৫০	৮৪.৫০	২১২.৯৪	৫০৭.০০	২৫৩.৫০	২৫৩.৫০	৫০৭.০০	১৫২১.০০	৪৩.২৬৪	১০.৯৮৫	১৬.০৫৫	১৫.২১	৪২.২৫	১৬.২২৪	১৬.২২৪	৬.৩০৩৭০	৫.৫৭৭০	৩.২১৪৩৮	২.১৪২৯২	৪৯.৬৮৬	১৩৫.২০
	মেহেরপুর	৩৪৫০	২.৭৬	৮৯.৭০	১৭২.৫০	১৭২.৫০	৪৩৪.৭০	১০৩৫.০	৫১৭.৫০	৫১৭.৫০	১০৩৫.০০	৩১০৫.০০	৮৮.৩২	২২.৪২৫	৩২.৭৭৫০	৩১.০৫	৮৬.২৫	৩৩.১২	৩৩.১২	১২.৮৬৮৫	১১.৩৮৫	৬.৫৬১৯০	৪.৩৭৪৬০	১০১.৪৩০	২৭৬.০০
	কুষ্টিয়া	১২২০	০.৯৭৬	৩১.৭২	৬১.০০	৬১.০০	১৫৩.৭২	৩৬৬.০০	১৮৩.০০	১৮৩.০০	৩৬৬.০০	১০৯৮.০০	৩১.২৩২	৭.৯৩০	১১.৫৯০	১০.৯৮	৩০.৫০	১১.৭১২	১১.৭১২	৪.৫৫০৬০	৪.০২৬০	২.৩২০৪৪	১.৫৪৬৯৬	৩৫.৮৬৮	৯৭.৬০
	রাজশাহী	৫০০	০.৪০	১৩.০০	২৫.০০	২৫.০০	৬৩.০০	১৫০.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	১৫০.০০	৪৫০.০০	১২.৮০	৩.২৫০	৪.৭৫০০	৪.৫০০	১২.৫০০	৪.৮০০	৪.৮০০	১.৮৬৫০০	১.৬৫০০	০.৯৫১০০	০.৬৩৪০০	১৪.৭০০	৪০.০০
	নাটোর	৩০০	০.২৪	৭.৮০	১৫.০০	১৫.০০	৩৭.৮০	৯০.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৯০.০০	২৭০.০০	৭.৬৮	১.৯৫০	২.৮৫০০	২.৭০০	৭.৫০০	২.৮৮০	২.৮৮০	১.১১৯০	০.৯৯০	০.৫৭০৬	০.৩৮০৪	৮.৮২০	২৪.০০
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫০	০.০৪	১.৩০	২.৫০	২.৫০	৬.৩০	১৫.০০	৭.৫০	৭.৫০	১৫.০০	৪৫.০০	১.২৮	০.৩২৫	০.৪৭৫০	০.৪৫০	১.২৫০	০.৪৮০	০.৪৮০	০.১৮৬৫	০.১৬৫	০.০৯৫১	০.০৬৩৪	১.৪৭০	৪.০০
	বগুড়া	২০০	০.১৬	৫.২০	১০.০০	১০.০০	২৫.২০	৬০.০০	৩০.০০	৩০.০০	৬০.০০	১৮০.০০	৫.১২	১.৩০০	১.৯০০০	১.৮০০	৫.০০০	১.৯২০	১.৯২০	০.৭৪৬০	০.৬৬০	০.৩৮০৪	০.২৫৩৬০	৫.৮৮০	১৬.০০
	পাবনা	১৫০	০.১২০	৩.৯০	৭.৫০	৭.৫০	১৮.৯০	৪৫.০০	২২.৫০	২২.৫০	৪৫.০০	১৩৫.০০	৩.৮৪	০.৯৭৫	১.৪২৫০	১.৩৫০	৩.৭৫০	১.৪৪০	১.৪৪০	০.৫৫৯৫	০.৪৯৫	০.২৮৫৩	০.১৯০২	৪.৪১০	১২.০০
	সিরাজগঞ্জ	২০০	০.১৬	৫.২০	১০.০০	১০.০০	২৫.২০	৬০.০০	৩০.০০	৩০.০০	৬০.০০	১৮০.০০	৫.১২	১.৩০০	১.৯০০০	১.৮০০	৫.০০০	১.৯২০	১.৯২০	০.৭৪৬০	০.৬৬০	০.৩৮০৪	০.২৫৩৬০	৫.৮৮০	১৬.০০
	ঠাকুরগাঁও	১০০	০.০৮	২.৬০	৫.০০	৫.০০	১২.৬০	৩০.০০	১৫.০০	১৫.০০	৩০.০০	৯০.০০	২.৫৬	০.৬৫০	০.৯৫০০	০.৯০০	২.৫০০	০.৯৬০	০.৯৬০	০.৩৭৩০	০.৩৩০	০.১৯০২	০.১২৬৮	২.৯৪০	৮.০০
	দিনাজপুর	১১০	০.০৮৮	২.৮৬	৫.৫০	৫.৫০	১৩.৮৬	৩৩.০০	১৬.৫০	১৬.৫০	৩৩.০০	৯৯.০০	২.৮১৬	০.৭১৫	১.০৪৫০	০.৯৯০	২.৭৫০	১.০৫৬	১.০৫৬	০.৪১০৩	০.৩৬৩	০.২০৯২২	০.১৩৯৪৮	৩.২৩৪	৮.৮০
	রংপুর	১৬০	০.১২৮	৪.১৬	৮.০০	৮.০০	২০.১৬	৪৮.০০	২৪.০০	২৪.০০	৪৮.০০	১৪৪.০০	৪.০৯৬	১.০৪০	১.৫২০০	১.৪৪০	৪.০০০	১.৫৩৬	১.৫৩৬	০.৫৯৬৮	০.৫২৮	০.৩০৪৩২	০.২০২৮৮	৪.৭০৪	১২.৮০
	লালমনিরহাট	৬০	০.০৪৮	১.৫৬	৩.০০	৩.০০	৭.৫৬	১৮.০০	৯.০০	৯.০০	১৮.০০	৫৪.০০	১.৫৩৬	০.৩৯০	০.৫৭০০	০.৫৪০	১.৫০০	০.৫৭৬	০.৫৭৬	০.২২৩৮	০.১৯৮	০.১১৪১২	০.০৭৬০৮	১.৭৬৪	৪.৮০
	গাইবান্ধা	৭০	০.০৫৬	১.৮২	৩.৫০	৩.৫০	৮.৮২	২১.০০	১০.৫০	১০.৫০	২১.০০	৬৩.০০	১.৭৯২	০.৪৫৫	০.৬৬৫	০.৬৩০	১.৭৫০	০.৬৭২	০.৬৭২	০.২৬১১	০.২৩১	০.১৩৩১৪	০.০৮৮৭৬	২.০৫৮	৫.৬০
	ময়মনসিংহ	৭০	০.০৫৬	১.৮২	৩.৫০	৩.৫০	৮.৮২	২১.০০	১০.৫০	১০.৫০	২১.০০	৬৩.০০	১.৭৯২	০.৪৫৫	০.৬৬৫	০.৬৩০	১.৭৫০	০.৬৭২	০.৬৭২	০.২৬১১	০.২৩১	০.১৩৩১৪	০.০৮৮৭৬	২.০৫৮	৫.৬০
	জামালপুর	১৫০	০.১২	৩.৯০	৭.৫০	৭.৫০	১৮.৯০	৪৫.০০	২২.৫০	২২.৫০	৪৫.০০	১৩৫.০০	৩.৮৪	০.৯৭৫	১.৪২৫০	১.৩৫০	৩.৭৫০	১.৪৪০	১.৪৪০	০.৫৫৯৫	০.৪৯৫	০.২৮৫৩	০.১৯০২	৪.৪১০	১২.০০
	শেরপুর	৮৫	০.০৬৮	২.২১	৪.২৫	৪.২৫	১০.৭১	২৫.৫০	১২.৭৫	১২.৭৫	২৫.৫০	৭৬.৫০	২.১৭৬	০.৫৫২৫	০.৮০৭৫	০.৭৬৫	২.১২৫	০.৮১৬	০.৮১৬	০.৩১৭০৫	০.২৮০৫	০.১৬১৬৭	০.১০৭৭৮	২.৪৯৯	৬.৮০
	ঢাকা	৫০	০.০৪০	১.৩০	২.৫০	২.৫০	৬.৩০	১৫.০০	৭.৫০	৭.৫০	১৫.০০	৪৫.০০	১.২৮	০.৩২৫	০.৪৭৫০	০.৪৫০	১.২৫০	০.৪৮০	০.৪৮০	০.১৮৬৫	০.১৬৫	০.০৯৫১	০.০৬৩৪	১.৪৭০	৪.০০
	মানিকগঞ্জ	৫০	০.০৪	১.৩০	২.৫০	২.৫০	৬.৩০	১৫.০০	৭.৫০	৭.৫০	১৫.০০	৪৫.০০	১.২৮	০.৩২৫	০.৪৭৫০	০.৪৫০	১.২৫০	০.৪৮০	০.৪৮০	০.১৮৬৫	০.১৬৫	০.০৯৫১	০.০৬৩৪	১.৪৭০	৪.০০
	টাঙ্গাইল	২১০	০.১৬৮	৫.৪৬	১০.৫০	১০.৫০	২৬.৪৬	৬৩.০০	৩১.৫০	৩১.৫০	৬৩.০০	১৮৯.০০	৫.৩৭৬	১.৩৬৫	১.৯৯৫০	১.৮৯০	৫.২৫০	২.০১৬	২.০১৬	০.৭৮৩৩০	০.৬৯৩	০.৩৯৯৪২	০.২৬৬২৮	৬.১৭৪	১৬.৮০
	বান্দরবান	১০০	০.০৮	২.৬০	৫.০০	৫.০০	১২.৬০	৩০.০০	১৫.০০	১৫.০০	৩০.০০	৯০.০০	২.৫৬	০.৬৫০	০.৯৫০০	০.৯০০	২.৫০০	০.৯৬০	০.৯৬০	০.৩৭৩০	০.৩৩০	০.১৯০২	০.১২৬৮	২.৯৪০	৮.০০
	রাঙ্গামাটি	১০০	০.০৮০	২.৬০	৫.০০	৫.০০	১২.৬০	৩০.০০	১৫.০০	১৫.০০	৩০.০০	৯০.০০	২.৫৬	০.৬৫০	০.৯৫০০	০.৯০০	২.৫০০	০.৯৬০	০.৯৬০	০.৩৭৩০	০.৩৩০	০.১৯০২	০.১২৬৮	২.৯৪০	৮.০০
	খাগড়াছড়ি	১০০	০.০৮০	২.৬০	৫.০০	৫.০০	১২.৬০	৩০.০০	১৫.০০	১৫.০০	৩০.০০	৯০.০০	২.৫৬	০.৬৫০	০.৯৫০০	০.৯০০	২.৫০০	০.৯৬০	০.৯৬০	০.৩৭৩০	০.৩৩০	০.১৯০২	০.১২৬৮	২.৯৪০	৮.০০
সর্বমোট =		১২৩৭৫	৯.৯০	৩২১.৭৫	৬১৮.৭৫	৬১৮.৭৫	১৫৫৯.২৫	৩৭১২.৫০	১৮৫৬.২৫	১৮৫৬.২৫	৩৭১২.৫০	১১১৩৭.৫০	৩১৬.৮০	৮০.৪৩৭৫	১১৭.৫৬২৫	১১১.৩৭৫	৩০৯.৩৭৫	১১৮.৮০০	১১৮.৮০০	৪৬.১৫৮৭৫	৪০.৮৩৭৫	২৩.৫৩৭২৫	১৫.৬৯১৫০	৩৬৩.৮২৫	৯৯০.০০

০৪। ‘২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২০২৪-২৫ মৌসুমে তুলা চাষের মাধ্যমে তুলা উৎপাদন উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন পদ্ধতি ‘কৃষক তথ্য ছক’ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে সংযুক্ত করা হলো।

০৫। কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত অর্থ ব্যয়ের শর্তাবলি:

১. কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রমে প্রথমবারের মত ২০২৩-২৪ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ মৌসুমে তুলা ফসলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিধায় জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটিতে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তাকে প্রণোদনাভুক্ত জেলাসমূহে কো-অপ্ট করতে হবে;

২. যেসব জেলায় তুলা ফসল প্রণোদনা কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে, উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সেসব জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটিতে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে হবে। কর্মসূচি বাস্তবায়নে তিনি সার্বিক সহযোগিতা করবেন এবং সকলের সাথে সমন্বয় করে কাজ করবেন;

৩. তুলা ফসল প্রণোদনা কর্মসূচির অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক/পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির অনুকূলে ছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনের সম্মতি প্রদান করা হবে। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত রেখে জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি যাবতীয় ক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। কর্মসূচির অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব জেলার জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে ডিএই, তুলা উন্নয়ন বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন;

৪. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA-২০০৬ ও PPR-২০০৮ (সংশোধনীসহ) অনুসরণপূর্বক প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধানের আলোকে সংশ্লিষ্ট ২৩ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ৩ পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির অনুকূলে অর্থ ছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি মঞ্জুরি প্রদান করবেন। সংশ্লিষ্ট জেলার ছাড়কৃত অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ-এ কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

৫. তুলা উন্নয়ন বোর্ডের (০১) যশোর জোনের প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা (সিসিডিও) যশোর জেলা, (০২) ঝিনাইদহ জোনের সিসিডিও ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলা, (০৩) চুয়াডাঙ্গা জোনের সিসিডিও চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা, (০৪) কুষ্টিয়া জোনের সিসিডিও কুষ্টিয়া জেলা, (০৫) রাজশাহী জোনের সিসিডিও রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা, (০৬) বগুড়া জোনের সিসিডিও বগুড়া, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা, (০৭) ঠাকুরগাঁও জোনের সিসিডিও ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলা, (০৮) রংপুর জোনের সিসিডিও রংপুর, লালমনিরহাট ও গাইবান্ধা জেলা, (০৯) ময়মনসিংহ জোনের সিসিডিও ময়মনসিংহ, জামালপুর ও শেরপুর জেলা, (১০) ঢাকা জোনের সিসিডিও ঢাকা, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলার প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। (১১) বান্দরবান জোনের সিসিডিও বান্দরবান পার্বত্য জেলা, (১২) রাঙ্গামাটি জোনের সিসিডিও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ও (১৩) খাগড়াছড়ি জোনের সিসিডিও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন;

৬. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সিসিডিও এর সাথে পরামর্শ ও সহায়তায় জেলাওয়ারি নির্ধারিত সংখ্যক চাষী অনুযায়ী উপজেলাওয়ারি বিভাজনের পর সংশ্লিষ্ট উপজেলার তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা/ কটন ইউনিট অফিসের দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কটন ইউনিট অফিসার/ সহকারী কটন ইউনিট অফিসার/ স্টোরকাম ফিল্ডম্যানগণ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সহায়তায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা / কটন ইউনিট অফিসার/ সহকারী কটন ইউনিট অফিসার/ স্টোরকাম ফিল্ডম্যানগণ ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত খসড়া চাষীর তালিকা জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক, উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সরকারি আদেশে বর্ণিত শর্তাবলি অনুযায়ী প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা/ কটন ইউনিট অফিসার/ সহকারি কটন ইউনিট অফিসার/ স্টোরকাম ফিল্ডম্যানগণ সহায়তায় মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করবেন। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর ‘কৃষক তথ্য ছক’ পূরণ করে এর সফটকপি সংশ্লিষ্ট প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড (Email:ed@cdb.gov.bd) এবং পরিচালক (সরেজমিন উইং) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে (Email: admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@ yahoo.com) প্রেরণ করবেন। পরবর্তীতে উক্ত তালিকার সফট কপি নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড সরকারি ইমেইল আইডি যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ে (Email: input2@moa.gov.bd ও moa.input2@ gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করবেন;

৭. সংশ্লিষ্ট এলাকার কটন ইউনিট অফিসার/ সহকারী কটন ইউনিট অফিসার/ স্টোরকাম ফিল্ডম্যান এই কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে বিতরণ রেজিস্টারে সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন এবং গ্রোয়ার্স কার্ডে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। বিতরণ রেজিস্টারে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্র ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাস্টাররোল ও গ্রোয়ার্স কার্ডে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। সংশ্লিষ্ট কটন ইউনিট অফিসার এতে স্বাক্ষর করবেন এবং প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা/তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

৮. এ কর্মসূচির আওতায় অগ্রাধিকারভুক্ত একটি কৃষক পরিবার প্রতি বিঘার (৩৩ শতক) জন্য হাইব্রিড তুলাবীজ ০.৮ কেজি, ইউরিয়া ২৬ কেজি, ডিএপি ৫০ কেজি, এমওপি ৫০ কেজি, বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক ও বালাইনাশক সহায়তা পাবেন। ১ জন উপকারভোগী কৃষককে কেবলমাত্র ১ বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমির জন্য উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হবে;

৯. কর্মসূচির জন্য তুলাবীজসহ অন্যান্য সকল উপকরণ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কটন ইউনিট অফিস থেকে বিতরণ করা হবে। বিতরণকৃত উপকরণ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন। কোন অবস্থায়ই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষকছাড়া অন্য কাউকে প্রদান করা যাবে না;

১০. তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কটন ইউনিট অফিসার / সহকারী কটন ইউনিট অফিসার/ স্টোরকাম ফিল্ডম্যান (ইউনিট প্রধান) কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষককে প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্তে ইউনিটওয়ারী বিতরণ রেজিস্ট্রার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকা এক কপি প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তাকে প্রেরণ করবেন। প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা তালিকার এক কপি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক এর মাধ্যমে নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা-এর নিকট প্রেরণ করবেন;

১১. উপকারভোগী কৃষক তালিকা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েব পোর্টালে (www.cdb.gov.bd) তে আপলোড করতে হবে;

১২. কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় জেলাভিত্তিক সংযুক্ত বিভাজন অনুযায়ী পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে জাতওয়ারি হাইব্রিড তুলার জাত (রূপালি-১, হোয়াইট গোল্ড- ১, হোয়াইট গোল্ড- ২, শুভ্র-৩, ডিএম- ৪) নির্ধারিত মূল্যে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি হাইব্রিড তুলাবীজ উৎপাদনকারী/আমদানিকারক/বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সন্তোষজনক অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা সাপেক্ষে হাইব্রীড তুলাবীজ ক্রয় ও সংগ্রহ করতে হবে। ইউরিয়া সার বিসিআইসি এবং ডিএপি ও এমওপি সার বিএডিসি থেকে ক্রয় পূর্বক প্রণোদনার আওতাধীন তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কটন ইউনিট অফিসে সরবরাহ প্রদান করতে হবে। তুলাচাষে ব্যবহারের জন্য উপযোগী মানসম্পন্ন বালাইনাশক ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে উপকরণসমূহ নিয়ম মাফিক ক্রয়, সংগ্রহ ও বিতরণ করতে হবে। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির পরামর্শক্রমে বর্ণিত উপকরণসমূহ মে/২০২৪ মাসের মধ্যে কৃষকের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

১৩. পরিবহন ও আনুষঙ্গিক ব্যয় জেলা হতে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ইউনিট অফিসের দূরত্ব ও ব্যয়ের বাস্তবতার নিরীখে জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ করতে হবে;

১৪. প্রণোদনার আওতায় জেলা ভিত্তিক ক্রয়কৃত তুলাবীজ, বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক ও বালাইনাশক এবং ইউরিয়া, ডিএপি ও এমওপি সার সংশ্লিষ্ট প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে প্রণোদনাভুক্ত তুলা উন্নয়ন বোর্ডের স্ব স্ব কটন ইউনিট অফিসে সরবরাহ প্রদান করতে হবে। ইউনিটের দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কটন ইউনিট অফিসার/ সহকারী কটন ইউনিট অফিসার/ স্টোরকাম ফিল্ডম্যান অনুমোদিত তালিকাভুক্ত উপকারভোগী কৃষকগণের মাঝে সরবারহকৃত উপকরণ বিতরণ করবেন;

১৫. এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণযোগ্য তুলা বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা এবং উৎপাদন ক্ষমতা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জাতের কাংখিত মানের হতে হবে। কোন অবস্থাতেই বীজ কাংখিত মানের না হলে সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

১৬. প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্তে রেজিস্টারে সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকা অন্তর্ভুক্তিসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র ইউনিটের দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কটন ইউনিট অফিসার/ সহকারী কটন ইউনিট অফিসার/ স্টোরকাম ফিল্ডম্যানের মাধ্যমে সংরক্ষণ করবেন এবং প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা উপকরণ বিতরণ তালিকার ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং উপপরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ডে প্রেরণ করবেন। উপপরিচালকগণ প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকার ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ১ কপি নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ডে প্রেরণ করবেন। সংশ্লিষ্ট সিসিডিওগণ স্ব স্ব জেলার জেলা প্রশাসক/ পার্বত্য ৩ জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট তালিকার একটি কপি প্রেরণ করবেন। উপকারভোগী কৃষক তালিকা তুলা উন্নয়ন বোর্ড এর প্রধান কার্যালয়ের ওয়েবসাইটসহ জোনাল পর্যায়ের ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করতে হবে;

১৭. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত করতে হবে, কোনভাবেই বিলম্ব গ্রহনযোগ্য হবে না। প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরনের জন্য প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব জেলার উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে সরকারি ই-মেইলে নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড (Email:ed@cdb.gov.bd) এবং পরিচালক, (সরেজমিন উইং) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে (Email: admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) ও উপকরণ-২ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয় (Email:input2@moa.gov.bdও moa.input2@gmail.com) এ প্রেরণ করতে হবে। উক্ত সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি জেলা প্রশাসক / পার্বত্য ৩ জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে হবে। নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড উক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন;

১৮. এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যেন না হয়, সে বিষয়টি তুলা উন্নয়ন বোর্ড ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিশ্চিত করবে;

আপনার বিশ্বস্ত,

স্বাঃ/

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০১০.২৪.৭৪

তারিখ : ১৭ চৈত্র ১৪৩০ / ৩১ মার্চ ২০২৪

অত্র আদেশের ০৪ (চার) কপি এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। আদেশের এক কপি পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করার জন্য অর্থ বিভাগকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং ০২৫৫১০০৯৬৪
E-mail-moa.input2@gmail.com

নং-০৭.০০.০০০০.১২০.১৬.১১৪.২৩.

তারিখ :

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের অনুলিপি চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর নিকট প্রেরিত হলো। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

বাজেট-২০ শাখা
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০১০.২৪.৭৪

তারিখ : ১৭ চৈত্র ১৪৩০ / ৩১ মার্চ ২০২৪

অনুলিপি : জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। **(বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং উল্লিখিত শর্তাবলির আলোকে কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর যথাসময়ে সমন্বয় বিবরণী প্রেরণ নিশ্চিত করণের অনুরোধসহ)**
৬. অতিরিক্ত সচিব, (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ/ সম্প্রসারণ/প্রশাসন) অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ি, ঢাকা। **(বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং উল্লিখিত শর্তাবলির আলোকে কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর যথাসময়ে সমন্বয় বিবরণী প্রেরণ নিশ্চিত করণের অনুরোধসহ)**
৯. চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ (রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি) ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি।
১০. জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট ২৩জেলা)।
১১. উপসচিব, প্রশাসন-4 (বাজেট) অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(আইবাস ++ এ এন্ট্রি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)**।
১২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. উপপ্রধান (কৃষি অর্থনীতিবিদ), সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সদস্য-সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি **(তুলা উন্নয়ন বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহযোগিতায় জি.ওর বাস্তবায়ন পদ্ধতি/শর্ত মোতাবেক এ প্রণোদনা কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে খরচের সমন্বয় করে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড প্রেরণের অনুরোধসহ)**।
১৭. জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট ২৬ টি জেলা) **(জি.ওর বাস্তবায়ন পদ্ধতি/শর্ত মোতাবেক এ প্রণোদনা কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ব্যয়ের সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধসহ)**
১৮. সহকারী প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)**।
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. অফিস কপি।

৩১/০৩/২০২৪

(নাইমা আফরোজ ইমা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
E-mail-input2@moa.gov.bd/

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

২০২৩-২৪ অর্থবছরে তুলা ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন পদ্ধতি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

১. খাদ্য উৎপাদনকে ব্যাহত না করে তুলা উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি;
২. হাইব্রিড জাতের তুলাবীজ কৃষককের মাঝে সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি;
৩. তুলাভিত্তিক কৃষি বনায়নের মাধ্যমে শস্যবহুমুখীকরণ, জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও তুলা চাষ সম্প্রসারণের ধারা অব্যাহত রাখা;
৪. দেশের বিভিন্ন জেলায় পতিত ও সাময়িক পতিত অনাবাদি জমি এবং স্বল্প উৎপাদনশীল এলাকা যেমন- খরা/বরেন্দ্র, লবণাক্ত, চরাঞ্চল ও পাহাড়ী এলাকার অনাবাদি জমি আবাদের আওতায় এনে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা;
৫. তুলা চাষীদেরকে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা।

প্রণোদনা কার্যক্রমের যৌক্তিকতা

১. ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের তুলাচাষের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও উচ্চ মূল্যের কারণে হাইব্রিড তুলা বীজ ক্রয় করতে প্রায়শই সক্ষম নয়। ফলে উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড তুলা বীজের মূল্য বেশি হওয়ায় অনেক কৃষক তুলা চাষে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তুলা চাষ করতে পারে না;
২. সাধারণ মানের বীজ থেকে তুলার ফলন কম হওয়ায় হাইব্রিড তুলা বীজের চাহিদা বেশি;
৩. বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্পের কাঁচামাল তুলার বাৎসরিক চাহিদা প্রায় ৮০-৮৫ লক্ষ বেল, যার মধ্যে দেশে ২ লক্ষ বেল আঁশতুলা উৎপাদিত হয়। ফলে প্রতিবছর প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার তুলা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এছাড়া অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা সীমিত অথবা উন্মুক্ত বাজার প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বস্ত্রশিল্প বিকাশে শিল্পের প্রধান কাঁচামাল তুলা উৎপাদন দেশে কম হওয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি বস্ত্রশিল্প বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। তুলার উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধির জন্য হাইব্রিড তুলাচাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষকদের প্রনোদনা সহায়তা দেয়া প্রয়োজন;
৪. বাংলাদেশের হাইব্রিড আঁশতুলার গুনগতমান আমদানিকৃত আঁশতুলার মানের সমতুল্য। ফলশ্রুতিতে বস্ত্রশিল্পে কাঁচামালের আমদানি খরচ হ্রাসে এবং রপ্তানি আয় বাড়াতে নিজস্ব তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রান্তিক কৃষকদের তুলা উৎপাদনে সহায়তা প্রদান করা জরুরি;
৫. বাংলাদেশে তুলা উৎপাদন বৃদ্ধিতে তুলা উপজাত হিসেবে বীজ থেকে প্রাপ্ত খৈল ও ভোজ্য তেলের উৎপাদনও বাড়বে। ফলে ভোজ্য তেল ও খৈল আমদানিতেও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে এবং খৈল গবাদি প্রাণী ও মৎস্য খাদ্যে চাহিদা মিটবে;
৬. তুলা উত্তোলন হতে শুরু করে বাছাইকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও জিনিং কার্যক্রমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৭৫% নারী শ্রমিক সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয় এবং আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে।

প্রত্যাশিত সুফলঃ

এই কর্মসূচির আওতায় ১২,৩৭৫ (বার হাজার তিনশত পঁচাত্তর) জন উপকারভোগী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক বিনামূল্যে হাইব্রিড জাতের তুলাবীজ, সার, বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক ও বালাইনাশক সহায়তা পাবে। এতে হাইব্রিড জাতের আবাদ ১২,৩৭৫ বিঘা বা ১৬৭০.০০ হেঃ জমিতে তুলা চাষ হবে এবং হেক্টর প্রতি গড়ে ০৪ মে. টন হিসাবে মোট ৬৬৮০.০০ মে.টন বীজতুলা উৎপাদন হবে। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৬৩৪৬.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ (প্রতি কেজি= ৯৫ টাকা)। উক্ত ৬৬৮০.০০ মে.টন বীজতুলা থেকে ২৬৭২.০০ মে. টন আঁশতুলা এবং ৩৮৭৪.০০ মে. টন তুলাবীজ পাওয়া যাবে। উক্ত ৩৮৭৪.০০ মে. টন তুলাবীজ থেকে ৩১৭৬ মে. টন খৈল ও ৫৭১.০০ মে. টন ভোজ্য তেল পাওয়া যাবে। প্রতি বিঘায় ২০০.০০ কেজি হিসেবে ২৪৭৫.০০ মে. টন জ্বালানী পাওয়া যাবে। যার বর্তমান বাজার মূল্য ১০০.০০ লক্ষ টাকারও বেশি। অতএব ১৬৭০ হেঃ জমিতে উৎপাদিত সকল পণ্যের মোট আয় হবে ৬৪৪৬.০০ লক্ষ টাকা। তুলা গাছের প্রচুর পাতা মাটিতে যোগ হয়ে জমির উরর্বরতা বৃদ্ধি পাবে।

হেক্টর প্রতি প্রনোদনায় উপকরণ সহায়তা বাবদ ৫৯২৮০.০০ টাকা (বিঘা প্রতি ৮,০০০.০০ টাকা) ও কৃষকের অন্যান্য ব্যয় ৫,৯২৮০.০০ টাকাসহ (বিঘা প্রতি ৮,০০০.০০ টাকা) হেক্টর প্রতি মোট উৎপাদন ব্যয় ১,১৮,৫৬০.০০ টাকা। হেক্টর প্রতি বীজতুলা বাবদ আয় ৩,৮০,০০০.০০ টাকা (হেক্টর প্রতি গড়ে ০৪ মে. টন হিসাবে), জ্বালানী বাবদ হেক্টর প্রতি আয় ৬,০০০.০০ টাকাসহ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি মোট আয় ৩,৮৬,০০০.০০ টাকা। হেক্টর প্রতি নীট আয় ২,৬৭,৪৪০.০০ টাকা। অর্থাৎ ১ টাকা খরচ করে ৩.২৫ টাকা আয় হবে। ফলশ্রুতিতে কৃষকগণ হাইব্রিড জাতের তুলাচাষে আগ্রহী হবে এবং পরবর্তীতে হাইব্রিড তুলাচাষের আবাদ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ হবে।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি

১. কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রমে প্রথমবারের মত ২০২৩-২৪ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ মৌসুমে তুলা ফসলকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বিধায় জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটিতে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তাকে প্রণোদনাভুক্ত জেলাসমূহে কো-অপ্ট করতে হবে;
২. যেসব জেলায় তুলা ফসল প্রণোদনা কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে, উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সেসব জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটিতে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে হবে। কর্মসূচি বাস্তবায়নে তিনি সার্বিক সহযোগিতা করবেন এবং সকলের সাথে সমন্বয় করে কাজ করবেন;

৩. তুলা ফসল প্রণোদনা কর্মসূচির অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক/পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির অনুকূলে ছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনের সম্মতি প্রদান করা হবে। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত রেখে জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি যাবতীয় ক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। কর্মসূচির অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব জেলার জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে ডিএই, তুলা উন্নয়ন বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন;

৪. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA-২০০৬ ও PPR-২০০৮ (সংশোধনীসহ) অনুসরণপূর্বক প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধানের আলোকে সংশ্লিষ্ট ২৩ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ৩ পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির অনুকূলে অর্থ ছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি মঞ্জুরি প্রদান করবেন। সংশ্লিষ্ট জেলার ছাড়কৃত অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ-এ কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

৫. তুলা উন্নয়ন বোর্ডের (০১) যশোর জোনের প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা (সিসিডিও) যশোর জেলা, (০২) ঝিনাইদহ জোনের সিসিডিও ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলা, (০৩) চুয়াডাঙ্গা জোনের সিসিডিও চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা, (০৪) কুষ্টিয়া জোনের সিসিডিও কুষ্টিয়া জেলা, (০৫) রাজশাহী জোনের সিসিডিও রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা, (০৬) বগুড়া জোনের সিসিডিও বগুড়া, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা, (০৭) ঠাকুরগাঁও জোনের সিসিডিও ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলা, (০৮) রংপুর জোনের সিসিডিও রংপুর, লালমনিরহাট ও গাইবান্ধা জেলা, (০৯) ময়মনসিংহ জোনের সিসিডিও ময়মনসিংহ, জামালপুর ও শেরপুর জেলা, (১০) ঢাকা জোনের সিসিডিও ঢাকা, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলার প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। (১১) বান্দরবান জোনের সিসিডিও বান্দরবান পার্বত্য জেলা, (১২) রাঙ্গামাটি জোনের সিসিডিও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ও (১৩) খাগড়াছড়ি জোনের সিসিডিও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন;

৬. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সিসিডিও এর সাথে পরামর্শ ও সহায়তায় জেলাওয়ারি নির্ধারিত সংখ্যক চাষী অনুযায়ী উপজেলাওয়ারি বিভাজনের পর সংশ্লিষ্ট উপজেলার তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা/ কটন ইউনিট অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কটন ইউনিট অফিসার/ সহকারী কটন ইউনিট অফিসার/ স্টোরকাম ফিল্ডম্যানগণ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সহায়তায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা / কটন ইউনিট অফিসার/ সহকারী কটন ইউনিট অফিসার/ স্টোরকাম ফিল্ডম্যানগণ ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত খসড়া চাষীর তালিকা জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক, উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সরকারি আদেশে বর্ণিত শর্তাবলি অনুযায়ী প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, তুলা উন্ননয়ন কর্মকর্তা/ কটন ইউনিট অফিসার/ সহকারি কটন ইউনিট অফিসার/ স্টোরকাম ফিল্ডম্যানগণ সহায়তায় মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করবেন। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর 'কৃষক তথ্য ছক' পূরণ করে এর সফটকপি সংশ্লিষ্ট প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড (Email:ed@cdb.gov.bd) এবং পরিচালক (সরেজমিন উইং) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে (Email: admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@ yahoo.com) প্রেরণ করবেন। পরবর্তীতে উক্ত তালিকার সফট কপি নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড সরকারি ইমেইল আইডি যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ে (Email: input2@moa.gov.bdও moa.input2@ gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করবেন;

৭. সংশ্লিষ্ট এলাকার কটন ইউনিট অফিসার/ সহকারী কটন ইউনিট অফিসার/ স্টোরকাম ফিল্ডম্যান এই কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে বিতরণ রেজিস্টারে সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন এবং গ্রোয়ার্স কার্ডে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। বিতরণ রেজিস্টারে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্র ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাস্টাররোল ও গ্রোয়ার্স কার্ডে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। সংশ্লিষ্ট কটন ইউনিট অফিসার এতে স্বাক্ষর করবেন এবং প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা/তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

৮. এ কর্মসূচির আওতায় অগ্রাধিকারভুক্ত একটি কৃষক পরিবার প্রতি বিঘার (৩৩ শতক) জন্য হাইব্রিড তুলাবীজ ০.৮ কেজি, ইউরিয়া ২৬ কেজি, ডিএপি ৫০ কেজি, এমওপি ৫০ কেজি, বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক ও বালাইনাশক সহায়তা পাবেন। ১ জন উপকারভোগী কৃষককে কেবলমাত্র ১ বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমির জন্য উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হবে;

৯. কর্মসূচির জন্য তুলাবীজসহ অন্যান্য সকল উপকরণ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কটন ইউনিট অফিস থেকে বিতরণ করা হবে। বিতরণকৃত উপকরণ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন। কোন অবস্থায়ই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষকছাড়া অন্য কাউকে প্রদান করা যাবে না;

১০. তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কটন ইউনিট অফিসার / সহকারী কটন ইউনিট অফিসার/ স্টোরকাম ফিল্ডম্যান (ইউনিট প্রধান) কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষককে প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্তে ইউনিটওয়ারী বিতরণ রেজিস্ট্রার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকা এক কপি প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তাকে প্রেরণ করবেন। প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা তালিকার এক কপি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক এর মাধ্যমে নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা-এর নিকট প্রেরণ করবেন;

১১. উপকারভোগী কৃষক তালিকা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েব পোর্টালে (www.cdb.gov.bd) তে আপলোড করতে হবে;

১২. কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় জেলাভিত্তিক সংযুক্ত বিভাজন অনুযায়ী পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে জাতওয়ারি হাইব্রিড তুলার জাত (রূপালি-১, হোয়াইট গোল্ড- ১, হোয়াইট গোল্ড- ২, শুভ্র-৩, ডিএম- ৪) নির্ধারিত মূল্যে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি হাইব্রিড তুলাবীজ উৎপাদনকারী/আমদানিকারক/বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সন্তোষজনক অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা সাপেক্ষে হাইব্রীড তুলাবীজ ক্রয় ও সংগ্রহ করতে হবে। ইউরিয়া সার বিসিআইসি এবং ডিএপি ও এমওপি সার বিএডিসি থেকে ক্রয় পূর্বক প্রণোদনার আওতাধীন তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কটন ইউনিট অফিসে সরবরাহ প্রদান করতে হবে। তুলাচাষে ব্যবহারের জন্য উপযোগী মানসম্পন্ন বালাইনাশক ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে উপকরণসমূহ নিয়ম মাফিক ক্রয়, সংগ্রহ ও বিতরণ করতে হবে। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির পরামর্শক্রমে বর্ণিত উপকরণসমূহ মে/২০২৪ মাসের মধ্যে কৃষকের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

১৩. পরিবহন ও আনুষঙ্গিক ব্যয় জেলা হতে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ইউনিট অফিসের দূরত্ব ও ব্যয়ের বাস্তবতার নিরীখে জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ করতে হবে;

১৪. প্রণোদনার আওতায় জেলা ভিত্তিক ক্রয়কৃত তুলাবীজ, বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক ও বালাইনাশক এবং ইউরিয়া, ডিএপি ও এমওপি সার সংশ্লিষ্ট প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে প্রণোদনাভুক্ত তুলা উন্নয়ন বোর্ডের স্ব স্ব কটন ইউনিট অফিসে সরবরাহ প্রদান করতে হবে। ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কটন ইউনিট অফিসার/ সহকারী কটন ইউনিট অফিসার/ স্টোরকাম ফিল্ডম্যান অনুমোদিত তালিকাভুক্ত উপকারভোগী কৃষকগণের মাঝে সরবারহকৃত উপকরণ বিতরণ করবেন;

১৫. এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণযোগ্য তুলা বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা এবং উৎপাদন ক্ষমতা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জাতের কাংখিত মানের হতে হবে। কোন অবস্থাতেই বীজ কাংখিত মানের না হলে সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

১৬. প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্তে রেজিস্টারে সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকা অন্তর্ভুক্তিসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কটন ইউনিট অফিসার/ সহকারী কটন ইউনিট অফিসার/ স্টোরকাম ফিল্ডম্যানের মাধ্যমে সংরক্ষণ করবেন এবং প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা উপকরণ বিতরণ তালিকার ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং উপপরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ডে প্রেরণ করবেন। উপপরিচালকগণ প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকার ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ১ কপি নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ডে প্রেরণ করবেন। সংশ্লিষ্ট সিসিডিওগণ স্ব স্ব জেলার জেলা প্রশাসক/ পার্বত্য ৩ জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট তালিকার একটি কপি প্রেরণ করবেন। উপকারভোগী কৃষক তালিকা তুলা উন্নয়ন বোর্ড এর প্রধান কার্যালয়ের ওয়েবসাইটসহ জোনাল পর্যায়ের ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করতে হবে;

১৭. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত করতে হবে, কোনভাবেই বিলম্ব গ্রহনযোগ্য হবে না। প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরনের জন্য প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব জেলার উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে সরকারি ই-মেইলে নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড (Email:ed@cdb.gov.bd) এবং পরিচালক, (সরেজমিন উইং) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে (Email: admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) ও উপকরণ-২ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয় (Email:input2@moa.gov.bd ও moa.input2@gmail.com) এ প্রেরণ করতে হবে। উক্ত সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি জেলা প্রশাসক / পার্বত্য ৩ জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে হবে। নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড উক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন;

১৮. এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যেন না হয়, সে বিষয়টি তুলা উন্নয়ন বোর্ড ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিশ্চিত করবে;

০৭/০৩/২০২৪

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

(পুনর্বাসন/ প্রণোদনা কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য 'কৃষক তথ্য' ছক (সরকারি ই-মেইলের মাধ্যমে (Email:ed@cdb.gov.bd/ admonitoring@dae.gov.bd/input2@moa.gov.bd/ moa.input2 @gmail.com-এ প্রেরণ করতে হবে সে ক্ষেত্রে কর্মকর্তার স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই)

জেলা ও উপজেলার নাম:
ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম :
গ্রাম/মহল্লা/ওয়ার্ড নং:

নং	কৃষকের নাম	পিতা ও মাতার নাম	কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর	কৃষকের মোবাইল নম্বর	কর্মসূচি সহায়তা বাবদ প্রাপ্ত বীজ/ সার /কীটনাশক পরিমাণ	ফসল উৎপাদন পর্যন্ত উঠান বৈঠকের সম্ভাব্য সংখ্যা
					বীজের নাম ও জাত- বীজের পরিমাণ- সারের নাম ও পরিমাণ- কীটনাশকের নাম- কীটনাশকের পরিমাণ- বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকের নাম ও পরিমাণ-	